সংবাদ

18 APR 2016
১৬ ২

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি নির্ধারণের উদ্যোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি নির্ধারণ করে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এতে টিউশন ফি বৃদ্ধির লাগাম টানা সম্ভব হবে বলে মনে করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। টিউশন ফি নির্ধারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক-পরিচালকদের মতামত নেয়া হবে।

এ লক্ষ্যে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক বেতন নির্ধারণে আগামী ২৪ এপ্রিল যে ১৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ফি নিয়েছিল তাদেরসহ ঢাকার শীর্ষস্থানীয় প্রায় ২০টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের চিঠি দিয়ে ডাকা হচ্ছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় শাখার উপ-সচিব সালমা জাহান। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে এ বিষয়টি নির্ধারণ করা হবে। এরপর নির্ধারিত ফি'র বাইরে কেউ আর মাসিক বেতন বাড়াতে পারবে না বলে জানান সালমা জাহান।

তিনি আরও বলেন, ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে যারা এখনও ফেরত দেয়নি বা সমন্বয় করেনি তাদের বিষয়ে কি ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এছাড়া ভর্তি নীতিমালা অমান্য করে যেসব প্রতিষ্ঠান বাড়তি ফি আদায় করেছে তাদের বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা রয়েছে ২৪ এপ্রিলের সভায়।

জানা গেছে, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায় করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১২শ'র বেশি প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে অনিহা দেখাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চলতি মাসের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সময় বেঁধে দিলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান তা আমলেই নিচ্ছে না। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কতটি অতিরিক্ত ফি ফেরত দিয়েছে, বা দিবে সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ে কোন তথ্য নেই।

রোববার মাদ্রাসা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানিয়েছে, তাদের অধীনস্থ সব প্রতিষ্ঠান অর্থ ফেরত দিতে শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

শিক্ষা : প্রতিষ্ঠানে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সম্মত হয়েছে। তবে আদৌ সে অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে কিনা তা মাদ্রাসা বোর্ড থেকে যাচাই করেনি।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব একেএম জাকির হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, টিউশন ফি নির্ধারণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে আছে। এ নিয়ে এবার অভিভাবকরাও আন্দোলন করেছেন। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশিষ্টদের ডাকা হচ্ছে। তাদের মতামত নেয়া হবে। আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।